পূর্ণেন্দু প্রোডাকসন্সের নিবেদন

বৌদি

পূর্ণেন্দু প্রোডাকসন্সেরনিবেদন

বৌদি

রচনা ও পরিচালনা—দিলীপ বসু

সংগীত পরিচালনা—রবীন চট্টোপাধ্যায়

প্রযোজনা : **ভুবন মোহন সাহা**। সংগঠনে : **পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী**। সম্পাদনা : **অমিয় মুখোপাধ্যায়**। আলোকচিত্রশিল্পী : **দেওজী ভাই**। সংলাপ, গীতরচনা ও চিত্রনাট্য : **প্রণব রায়**। শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার। সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনঃর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ! রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল, দেবীদাস হালদার। স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ। পটশিল্পী : নবকুমার ও বলরাম। পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও। ব্যবস্থাপনা : সুনীল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত। সাজসজ্জা : নিউ স্টুডিও সাপ্লাই। শব্দগ্রহণ : সুনীল ঘোষ। রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী, কানাই ব্যানার্জী, রবীন ব্যানার্জী। প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**। প্রচার অঙ্কন : সাহা-সন, এস, স্কোয়ার ; এ. কে. কনসার্ণ, বি. টি. এজেন্সি, নিও ডিসপ্লে, গণেশ দাস।

॥ চরিত্র-চিত্রণে ॥

সন্ধ্যারাণী, কালী ব্যানার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, কালিপদ চক্রবর্তী, মাঃ শঙ্কর, জহর রায়, মাঃ বাপী, তরুণকুমার, প্রসাদ মুখার্জী, সুখেন দাস, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, বনানী চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী, মণি শ্রীমানী, সুশীল দাস, অশোক মুখার্জী, লক্ষ্মী অধিকারী, সোমেন চক্রবর্তী, মলিন মুখার্জী, ডাঃ প্রসাদ ব্যানার্জী, গজা

এবং **অনুপকুমার ও লিলি চক্রবর্তী**।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : শুভেন সরকার, অজিত চক্রবর্তী, আনসার হক। চিত্রগ্রহণে : অমূল্য দাস। সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়। সঙ্গীত পরিচালনায় : রবি রায় চৌধুরী। শিল্পনির্দেশনায় : অনিল পাইন। শব্দ গ্রহণে : মনোরঞ্জন মুখার্জী। সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনঃর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ দাস। ব্যবস্থাপনায় : যোগেশ, অনিল। আলোক নিয়ন্ত্রণে : নারায়ণ চক্রবর্তী, নবকৃষ্ণ বড়ুয়া, ধনেশ্বর শামাল, হরেকৃষ্ট জানা, পূজা হোড়।

॥ নেপথ্য কণ্ঠে : সন্ধ্যা মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, শিপ্রা বসু ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পাইওনীয়ার টিউবওয়েল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ। নির্মল সেন। বিমল সেন। মৃণাল মিত্র। পাঁচুগোপাল মল্লিক।

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিও এবং টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিওতে আর.সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

॥ পরিবেশনা : এস. বি. ফিল্মস্ ॥

ফুলবাড়ী একটি ছোট্ট গ্রাম।

হরি চাটুজ্জ্যে এই গ্রামেরই এক অতি-সাধারণ নির্ঝঞ্ঝাট বাসিন্দা। স্ত্রী সরমা, দুই ছেলে রতন আর চন্দন, আর একান্ত আদরের একমাত্র ছোট ভাই অজয়কে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার।···অজয়কে ঘিরে হরি আর সরমার অনেক স্বপ্ন।···হরি নিজের জীবনে হাজার বাঁধনে জড়িয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। তাই তার বড় আশা অজুকে মানুষের মত মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলবে।

সেরেস্তায় কাজ ক'রে সামান্য রোজগার করে হরি। তাতে কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তে তার অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিশাহারা হ'য়ে পড়লো হরি। অজু পাশ ক'রেছে। এবার শহরে রেখে তাকে পড়াতে হবে।···সে যে অনেক খরচের ব্যাপার!··· হরি থামলেও, সরমা থামলো না। ভাগ্যের কাছে অত সহজে হার সে মানবে না।···টাকার জন্যে অজুর পড়া বন্ধ থাকবে না। সে হাসিমুখে অনেক কষ্টে গড়ানো, অনেক স্মৃতি জড়ানো এক-একখানি গয়না খুলে খুলে তুলে দিল হরির হাতে। অজু মানুষ হবে।···অজু বড় হবে।

বি, কম্ পরীক্ষায় অজু আশাতীত ভাবে ভালো ফল ক'রলো। ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হ'লো। সংসারের সঞ্চয় শূণ্য। তবু নিঃস্ব হরি হাসলো। হাসলো নিরাভরণা সরমা। সেই হাসির মধ্যেই কথাও পাকাপাকি হ'য়ে গেল—হরগোপালবাবুর মেয়ে কমলার সঙ্গেই অজুর বিয়ে হবে।···গাঁয়ের সবাই খুশী। গম্ভীর শুধু হরির আপন কাকা বীরেশ্বর। এদের ভালো যে তার কিছুতেই সহ্য হয় না।

দিন গড়িয়ে চলে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এগিয়ে এলো অজুর এম্-কম্, পরীক্ষার দিন। ঘরে আর এক কণা সোনাদানা নেই। শেষটায় হরিকে হাত পাততে হয় বীরেশ্বরের

কাছে। তিনিও সুযোগ বুঝে সর্ত রাখেন—টাকা হরি পাবে, তবে তার, আগে ভিটে বাড়ীখানা লিখে দিতে হবে।

হরি চমকে ওঠে।—এ কি ক'রে সম্ভব? বাড়ী তো একার নয়; অজুরও। অজুকে সে বঞ্চিত ক'রবে কেমন করে?

এদিকে আর হাতে সময়ও নেই। তিনশো টাকার এক্ষুনি দরকার।··· সেরেস্তার সিন্দুকের গায়ে চাবি-ছড়াটা দুলছে। দুলছে হরির মনও। একদিকে অজুর ভবিষ্যৎ আর এতদিনের সততা—এতদিনের বিশ্বাস। কি হবে ঠুনকো সততায়? অজু মানুষ হোক!···শেষ পর্যন্ত তিনশো টাকা চুরি ক'রলো হরি। অজুকে দিয়েও এলো টাকাটা।

সরমা এ-কথা জানতে পেরে রাগে দুঃখে ভেঙে পড়লো। বললে—"অজু যদি কোনদিনও জান্‌তে পারে, সেদিন সে কি তোমায় ক্ষমা করবে?" এ-দ্বন্দ্ব হরির মনে ছিল বৈকি। সে কান্না-ধরা কণ্ঠে সরমাকে অনুনয় করে—"অজু যেন এ-কথা কোনদিনও জান্‌তে না পারে।"

হরি ধরা পড়লো। ন'মাস জেল হয়ে গেল তার।···

পরীক্ষা দিয়ে অজু আসে দাদা বৌদির কাছে। গ্রামে আস্‌তেই জানতে পারে দাদার কলঙ্কের কথা। দাদা চোর।···চুরি করে জেল খাট্‌ছে। লজ্জায় ঘৃণায় ভ'রে যায় তার সমস্ত অন্তর।···সরমা স্বামীর কলঙ্কে মাথা নীচু করেই মেনে নেয়। একটি কথাও বলে না। কারণ সে যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। অজু আর একদণ্ডও বাড়ীতে থাকে না। ধূলো পায়েই বিদায় নেয়। চ'লে যায় গ্রাম ছেড়ে।···

অন্তরে-বাইরে অশান্তির সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে সরমা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। দুর্বল হ'য়ে পড়ে। হরি জেলে।···হঠাৎ রতন অসুস্থ হ'লো। শয্যা নিল। বিনা চিকিৎসায় চোখের সামনে মারা গেল। নিরুপায় সরমা পাথর হ'য়ে দেখ্‌লো।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হরি এলো গাঁয়ে। আশ্চর্য, এতদিনের পুরনো ফুলবাড়ী গাঁয়ে আজ তার একমাত্র পরিচয়—'চোর'! এখানে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার উপায় নেই। ভোর হতেই গ্রাম ছাড়লো হরি। সঙ্গে চললো—সরমা আর চন্দন। সামনে অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

অজু এম্‌-কম পাশ করেছে। এবারেও ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট। শহরে এক বড় কোম্পানীতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ্‌ অফিসারের পদে রয়েছে।···পুরানো ফাইল ঘাটতে ঘাটতে একদিন হঠাৎ কমলার লেখা একখানি চিঠি অজুর হাতে এসে পড়লো। অনেক দিন আগের লেখা চিঠি। কমলা লিখেছে—'অজুদা ফিরে এসো, তোমার রতন হয়ত আর বাঁচবে না।'···অজু সহ্য করতে পারে না। ভুলে যায় দাদার সব কলঙ্কের কথা। লজ্জা-অপমানের কথা। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। গ্রামে এসে দাদা-বৌদি কারো সঙ্গেই তার দেখা হলো না। কমলার কাছ থেকে অজু জান্‌তে পারলো দাদার "চুরির রহস্য"। বুঝতে পারলো দাদা তার কত বড়, কত মহৎ।

হরি শহরে এসেছে। এক বাড়ীতে এসে উঠেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অজু দাদা-বৌদি আর চন্দনের খোঁজ করে। খোঁজ আর পায় না। অথচ ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। অজুর কোম্পানীতেই এক অতি নগণ্য দীন মজুরের কাজ করে সে।

হরগোপালবাবু চিঠি লিখেছেন—বীরেশ্বর জাল দলিল করে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে। অজু ছুটে যায় গ্রামে পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করতে।

নিজের গাড়ীতেই গ্রাম থেকে ফিরছিল অজু। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো পুরানো দিনের একরাশ স্মৃতি-ছবি; সেই দাদা, সেই বৌদি। সেই চন্দন আর রতনের হাসিখুশী মুখ। হঠাৎ চোখে তার নেমে আসে চাপ চাপ অন্ধকার···। গাড়ী অ্যাক্সিডেন্ট ক'রলো অজু।

ঘূরন্ত পৃথিবীতে রাত্রিই শেষ কথা নয়।
আধার রাতের শেষে হেসে ওঠে সূর্য সকাল।
সব হারানোর শেষে ওরাও কি ফিরে পেয়েছিল
সব পাওয়ার শুভলগ্ন ??

সংগীত

(১)

আনমনা এই মন
মালা গাঁথে সারাক্ষণ ॥
পাখী হয়ে তারি কাছে যায়
হায় হায় হায়গো
আনমনা এই মন মালা গাঁথে সারা ক্ষণ
পাখী হয়ে তারি কাছে যায়।
ফাগুন কেন আসে সে কি বোঝেনা
ফুলের কাছে অলি মধু কি খোঁজেনা—
ভ্রমরা বল না আমারে ॥
এ ভরা ফাগুনে একা যে থাকা দায়
হায় হায় হায়গো
বাসর জেগে আছে গাঁথা ফুল হার
মরমে খোঁজা তার জানাবো কারে আর
কোকিলা বল না আমারে ॥
বনের হরিণী ধরা যে দিতে চায়
হায় হায় হায় গো

(২)

তার চোখ দুটি হাসি চঞ্চল ॥
আর দুষ্টুমি ভরা তার দৃষ্টি ॥
মুখখানি খুসি খুসি ঝলমল
মৌটুসী ফুল যেন মিষ্টি-মিষ্টি-মিষ্টি
বব্ করা চুল দুলিয়ে
হায় হায় বব্ করা চুল দুলিয়ে বেড়ায়
রূপের শিখায় আগুন জেলে ॥
সোসাইটিতে—
সোসাইটিতে নাম করেছে
টুইস্ট নেচে টেনিস খেলে ॥
বব্ করা চুল দুলিয়ে—
চাঁদের দেশের রাণী সে যে সন্ধ্যাতারার মিতা॥
সে বিনে হায় রাত জেগে মোর ॥
কাব্য লেখাই বৃথা ॥
বৌ সকলেরই কাম্য
হোক শহরে কিংবা গ্রাম্য
সার কথা বলি দাদারে ॥
নারী যেন এক ধাঁধারে ॥
ধাঁধারে—ধাঁধারে—ধাঁধারে
বিয়ের আগে সে মোহিনী
মোহিনী মোহিনী মোহিনী
শোন বিয়ের আগে সে মোহিনী
আর বিয়ের পরে রায় বাঘিনী
বাঘিনী বাঘিনী বাঘিনী ॥
বৌ সকলেরই কাম্য ॥
হোক শহরে কিংবা গ্রাম্য।

(৩)

শোন দাদা ॥
বলি শোন
দুনিয়া শুধু চোরে ভরা ॥
নতুন যুগের নীতি হল ॥
সুযোগ পেলেই চুরি করা ॥
শোন দাদা—
বসেছে সারা দেশ জুড়ে
চারদিকেতেই চোর বাজার ॥
লুঠছে দুহাতে যে পারে ॥
কালো টাকা হাজার হাজার ॥
পাকা চোরের মুখে দেখি ॥
সাধু বাবার মুখোশ পরা ॥
শোন দাদা—
আমাদের যারা বড়দাদা
চারতলা বাড়ী হাঁকায়
কোথায় তারা পেল টাকা
আলিবাবার কোন গুহায়
আরে ধরা যে পড়ে চুনোপুটি
রাঘব বোয়াল পায় ছাড়া ॥
আজব তামাসা দেখছি ভাই ॥
কলি কালের একি ধারা ॥
যতই দেখি ততই হাসি ॥
কেমন মজার আইন গড়া ॥
নতুন যুগের নীতি হল ॥
সুযোগ পেলেই চুরি করা ॥
শোন দাদা—

(৪)

জুতি পালিশ ওয়ালা বাবু
জুতি পালিশ ওয়ালা
দু'আনাতে—
বাবু দু'আনাতে পালিশ করি
লাল শাদা আর কালা—
সাদা কালোর বাদামী রং
হরেক রকম কালি
রং মাখিয়ে বুরুশ করে
জুতোয় আলো জ্বালি
তোমায় খুশি করলে জানি
ঘুচবে পেটের জ্বালা
দু' আনাতে পালিশ করি
লাল সাদা কি কালা-
তুমি একটি সিকি বখশিস্ দিলে
সেলাম বাবু সেলাম ॥
এইটুকুতে গরীব আমি
রাজার মাণিক পেলাম
সেলাম বাবু সেলাম—
বিনা কাজে খেতে কে দেয়
বলো দুনিয়াতে
ময়লা জুতো সাফ করে তাই
কালি মাখি হাতে
আমার বাবু নেইকো কামাই
নেইকো ছুটির পালা
দু' আনাতে—
বাবু দু' আনাতে পালিশ করি
লাল সাদা কি কালা।

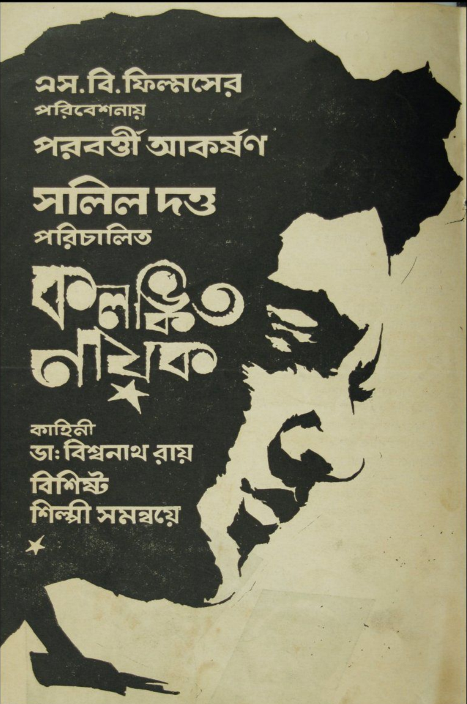

এস. বি. ফিল্মসের প্রচার দপ্তর থেকে প্রচার সচিব নিতাই দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
মুদ্রণ : সুমুদ্রণ, ১০৪ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯
পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থণা : শ্রীপঞ্চানন।